রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ১৪ নং

# বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৮, ২০২১

## সূচিপত্র


| | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১ম | খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ২২৫—২৩০ |
| ২য় | খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ২৮৫—৩০৬ |
| ৩য় | খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | নাই |
| ৪র্থ | খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি। | নাই |
| ৫ম | খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি। | নাই |
| ৬ষ্ঠ | খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ৩৭৩—২৮৩ |
| ৭ম | খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | নাই |
| ৮ম | খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ। | নাই |
| | ক্রোড়পত্র—সংখ্যা | |
| | (১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী। | নাই |
| | (২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব। | নাই |
| | (৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব। | নাই |
| | (৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব। | নাই |
| | (৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান। | নাই |
| | (৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা। | নাই |


## ১ম খণ্ড

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

**আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
**আইন ও বিচার বিভাগ**
**বিচার শাখা-৬**

**আদেশ**

তারিখ : ৩০ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৪ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-৩১/২০২০-০৫**—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে মুন্সীগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব হাবিবা আক্তার, পিতা-মেজবাহ উদ্দিন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ করা হইলো :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ**
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

---

**বিচার শাখা-১**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ১০ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৪ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১০.০০.০০০০.১২৫.২৭.০০১.১৭.৫০**—যেহেতু, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত কর্মকর্তা (সহকারী জজ) জনাব পাভেল চাকমা অস্ট্রেলিয়ায় অধ্যয়নের

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

জন্য গত ০১-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে গত ৩১-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মঞ্জুরিকৃত প্রেষণ শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) ও ৩ (সি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর অভিযোগের দায়ে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০১/২০১৭ রুজুক্রমে তাঁর বরাবর অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণী যথারীতি জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানোর নোটিশের প্রেক্ষিতে কোনরূপ জবাব দাখিল না করায় উক্ত বিভাগীয় মোকদ্দমাটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত অন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা, সাক্ষ্য প্রমাণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনের আলোকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ কেন তাঁকে চাকরি হতে অপসারণ করা হবে না তৎমর্মে একই বিধিমালার বিধি ৭(৬) অনুযায়ী ২য় বারের মতো কারণ দর্শানো হয়, যা যথারীতি জারি করা হয় এবং একইসাথে দু'টি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকতা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে কোনরূপ লিখিত জবাব দাখিল না করায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ যাচনা করা হলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সরকারের প্রস্তাবে একমত পোষণ করে;

যেহেতু উক্ত প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য অভিযুক্ত জনাব পাভেল চাকমা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন'র অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করা হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো, যা গত ০১-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর মর্মে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ গোলাম সারওয়ার**
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

---

**গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়**
**প্রশাসন শাখা-৫**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ১১ মাঘ ১৪২৭/২৫ জানুয়ারি ২০২১

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০৩০.১৬-৩৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ রবিউল আলম, উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পাবনা গণপূর্ত বিভাগে কর্মরত অবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম Facebook এ "দৈনিক যুগান্তর" পত্রিকায় প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে প্রকাশিত ভিত্তিহীন সংবাদটি তার Facebook Account থেকে Share করে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেন। যা গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে নিয়োগপ্রাপ্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব হুমায়রা বিনতে রেজা, নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম) কর্তৃক ২৮-৮-২০১৬ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে সত্যতা পাওয়া গেছে। সে কারণে তার বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" এর অভিযোগ ২৮/২০১৬ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেননি। ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব সুবোধ চন্দ্র ঢালী, প্রাক্তন উপসচিব, পরবর্তীতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকতা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে ১৯-০৮-২০২০ তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে, এ মন্ত্রণালয়ের ১৫-১১-২০২০ তারিখের ৩০৫ সংখ্যক স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও নথিপত্র এবং অভিযুক্তের জবাব পর্যালোচনাক্রমে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ রবিউল আলম, উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, বর্তমানে বগুড়া গণপূর্ত বিভাগ এর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত ২৮-২০১৬ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২ (ক) অনুযায়ী "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার**
সচিব।

**বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়**
**শাখা-০৫**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ১৪ মাঘ ১৪২৭/২৮ জানুয়ারি ২০২১

নং **৩৯.০০.০০০০.০০৫.১১.১১৭.১৪-১৯**—বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৮ এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর বোর্ডে খণ্ডকালীন সদস্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মুঃ হুমায়ুন কবীর লস্কর চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করায় তাঁর পরিবর্তে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আব্দুল মোমিন-কে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের বোর্ডে খণ্ডকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ সাজেদুর রহমান**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়**
**প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ : ১৪ মাঘ ১৪২৭/২৮ জানুয়ারি ২০২১

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০২.২০-৪৬**—যেহেতু, বিসিএস (লাইভস্টক) ক্যাডারের কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ লুৎফর রহমান (গ্রেডেশন নং-৯৪৩), জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, বাগেরহাট; মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার, ফকিরহাট, বাগেরহাট-এ ম্যানেজার হিসেবে কর্মকালীন ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য উক্ত খামারে রাজস্ব বাজেট ও প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ক্রয়ে এবং খাদ্য উপকরণ ব্যবহারে অনিয়ম হয়েছে; খামারে ঘাসের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মহিষের সংখ্যা কমানো হলেও খাদ্য উপকরণ ব্যয় আনুপাতিক হারে কমেনি, উপরন্তু রেজিস্টারে ঘষা মাজা ও কাটাকাটি করায় খাদ্য উপকরণ ব্যবহারে অনিয়মের বিষয়টি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মহিষ উন্নয়ন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের ১ম স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতীয়মান হয়েছে, তিনি প্রকল্প হতে অনিয়মিত শ্রমিকের বকেয়া বেতন প্রদানে অনিয়মসহ শ্রমিকগণ খামারে বছরের ৩৬৫ দিন কাজ করে আসছে মর্মে হাজিরা সনদ প্রদান এবং প্রকল্প অনুমোদনের পর মজুরি উত্তোলনের লক্ষ্যে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে হাজিরা সনদ প্রদান করেন। তিনি ইতঃপূর্বে গত ০৯-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭. ০০২.২০-১৭৮ সংখ্যক স্মারকে কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে তার দাখিলকৃত জবাবেও শ্রমিকরা ৩৬৫ দিন কাজ করে আসছে মর্মে হাজিরা দেখান ও বিষয়টি স্বীকার করেন এবং মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) প্রকল্প পরিচালককে খামারে কর্মরত অনিয়মিত শ্রমিকদের ৩৬৫ দিন কাজ করে আসছে মর্মে হাজিরা সনদ প্রদান এবং প্রকল্প পরিচালক শ্রমিকদের সমুদয় টাকা উত্তোলনপূর্বক তা শ্রমিকদের মাঝে বণ্টন করেন, উল্লেখ করেন অথচ অনিয়মিত শ্রমিকদের টাকা উত্তোলন এবং বিতরণের ব্যাপারে তিনি মোটেই অবগত ছিলেন না, যা চরম দায়িত্বহীনতার শামিল; উপরিউক্ত কর্মকাণ্ডে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) এবং ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-০৭/২০২০ রুজু করে গত ২৬-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৩৩.০০.০০০০.১১৯. ২৭.০০২.২০-২৩০ নং স্মারকমূলে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করায় গত ১১-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; শুনানিকালে তিনি লিখিত বক্তব্যও প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং উপস্থাপিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব নীলুফা আক্তার-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগ তদন্তপূর্বক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, ডাঃ মোঃ লুৎফর রহমান (গ্রেডেশন নং-৯৪৩) এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ লুৎফর রহমান ( গ্রেডেশন নং-৯৪৩), জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, বাগেরহাট (প্রাক্তন ম্যানেজার, মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার, ফকিরহাট, বাগেরহাট)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্তেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ক) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে তাকে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৩.২০-৪৭**—যেহেতু, জনাব মোঃ এনামুল হক ( গ্রেডেশন নং-৭৭৫) (সাময়িক বরখাস্তকৃত, সহকারী পরিচালক, লীভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকায় সংযুক্ত), (প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, সরকারি হাঁস-মুরগি খামার, যশোর)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে নিয়োজিত তদন্তকারী কর্মকর্তার (উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, খুলনা) সাথে তদন্ত চলাকালীন তদন্তের শুরু থেকেই অসৌজন্যমূলক আচরণ ও অসহযোগিতা প্রদর্শন করেন, তদন্তের জন্য ধার্য তারিখে খামারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাসময়ে তদন্তানুষ্ঠানে উপস্থিত না করা, খামারের বিল ভাউচার সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে না পারা, ভুয়া বিল ভাউচার তৈরিসহ আর্থিক অনিয়ম, কর্মচারীদের নিম্নমানের পোষাক প্রদান, অধঃস্থনদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিধিসম্মত আদেশকে অবজ্ঞা এবং সর্বোপরি খামার পরিচালনায় অদক্ষতা প্রদর্শন করেছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) এবং ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-০৪/২০২০ রুজু করে গত ১৪-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৩.২০-১৮৩ নং স্মারকমূলে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করায় গত ২৬-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; শুনানিকালে তিনি লিখিত বক্তব্যও প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব এস এম ফেরদৌস আলম-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগ তদন্তপূর্বক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের সত্যতা রয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ এনামুল হক (গ্রেডেশন নং-৭৭৫) এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, জনাব মোঃ এনামুল হক (গ্রেডেশন নং-৭৭৫) (সাময়িক বরখাস্তকৃত, সহকারী পরিচালক, লীভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকায় সংযুক্ত), (প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, সরকারি হাঁস-মুরগি খামার, যশোর)-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) মোতাবেক তার পরবর্তী ০১ (এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করার লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো; তিনি এ স্থগিত বেতন বৃদ্ধির টাকা পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে উত্তোলন করতে পারবেন না বা দাবী করতে পারবেন না। এ মন্ত্রণালয়ের গত ২৪-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৭.১৯.০০১.১৭-১৫৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে জারীকৃত তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো এবং তাকে সরকারি চাকরিতে পুনঃযোগদানের আদেশ দেয়া হলো। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১ এর বিধি ৭২(বি) মোতাবেক তার সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময় অর্থাৎ সাময়িক বরখাস্তের আদেশের তারিখ হতে চাকরিতে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময় বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে; তিনি সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে প্রচলিত বিধি মোতাবেক প্রাপ্য খোরপোষ ভাতা ব্যতীত অন্য কোন বকেয়া ভাতাদি প্রাপ্য হবেন না এবং ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত কোন বকেয়া উত্তোলন বা দাবী করতে পারবেন না।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**রওনক মাহমুদ**
সচিব।

---

**[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]**
**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়**
**ক্রীড়া-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ১২ মাঘ ১৪২৭/২৬ জানুয়ারি ২০২১

নং **৩৪.০০.০০০০.০৭১.০১০.২০১৬-৪৯**—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ এর ২২ ধারা অনুযায়ী মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব জহিরুল হক ভূঞা মোহন-কে বাংলাদেশ থ্রোবল এসোসিয়েশনের সভাপতি পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার**
সহকারী সচিব।

**ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়**
**ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ**
**ডাক-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ১৯ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১৪.০০.০০০০.০০৬.৯৯.০৪৪.১৮-৪০**—যেহেতু, জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান সোহেল, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পোস্টমাস্টার জেনারেল এর দপ্তর, মেট্রোপলিটন সার্কেল, ঢাকা অনুমোদিত শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ভোগের উদ্দেশ্যে গত ০২-০৮-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কর্মবিমুক্ত হন এবং অনুমোদিত শ্রান্তি বিনোদন ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত ১৮-০৮-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, পোস্টমাস্টার জেনারেল, মেট্রোপলিটন সার্কেল, ঢাকার তদন্তে দেখা যায়, জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান সোহেল, পাসপোর্ট নম্বর-BR-0591630 ব্যবহার করে গত ০৪-০৮-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করেছেন; যেহেতু, জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান সোহেল এর এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি মোতাবেক "পলায়ন (Desertion)" হিসেবে বিবেচ্য এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, উক্ত অপরাধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (গ) অনুযায়ী "পলায়ন (Desertion)" এর অভিযোগ আনয়ন করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার স্থায়ী এবং সর্বশেষ কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। তবে প্রাপককে না পেয়ে উভয় ঠিকানা হতে অবিলিকৃতভাবে পত্রটি ফেরৎ আসে;

যেহেতু, বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জনাব বিদ্যুৎ চন্দ্র আইচ, উপসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনে জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান সোহেল এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩ (গ) বিধি অনুযায়ী জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান সোহেল- কে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধিতে কেন তাকে "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদান করা হবেনা সে মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ গত ২৮-০১-২০২০ তারিখে বাংলা দৈনিক "বাংলাদেশ প্রতিদিন" ও ইংরেজি দৈনিক "The Daily Observer"-এ প্রকাশ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান সোহেল গত ১০-০২-২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের স্বাক্ষরিত জবাবে তাকে সরকারি চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় কর্তৃক জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান সোহেল এর বিরুদ্ধে "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে মতামত প্রদান করা হয়েছে;

যেহেতু, আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান সোহেল-কে "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" প্রস্তাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান সোহেল, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মেট্রোপলিটন সার্কেল, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (গ) বিধি অনুযায়ী "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাকে "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ আফজাল হোসেন**
সচিব।

---

**শিল্প মন্ত্রণালয়**
**বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও এনপিও শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ২১ মাঘ ১৪২৭/০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১

নং **৩৬.০০.০০০০.০৫২.২০.০০৩.২১**—জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত উৎপাদনশীলতা নীতি-নির্ধারণ সম্পর্কিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ এবং শিল্প সচিবের নেতৃত্বে গঠিত সংশ্লিষ্ট কার্য নির্বাহী কমিটির নির্দেশনাবলি বাস্তবায়ন ও ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের (এনপিও) দৈনন্দিন কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে চিনি ও খাদ্য শিল্প খাতের জন্য খাতওয়ারী উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হলো :

**সভাপতি**

১। পরিচালক (উৎপাদন)
বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
চিনি শিল্প ভবন, ৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

**সদস্যবৃন্দ**

২। পরিচালক
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়,
৯১-মতিঝিল বা/এ, ঢাকা

৩। উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (বিএসএফআইসি)
শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১-মতিঝিল বা/এ, ঢাকা

৪। মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
চিনি শিল্প ভবন, ৩-দিলকুশা বা/এ, ঢাকা

৫। সভাপতি
বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসিং এসেসিয়েশন
হাউজ নং-৭, রোড নং-১৩, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

৬। সিনিয়র ম্যানেজার
এইচ, আর ট্রেনিং ও ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেট হেড কোয়ার্টার,
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিঃ, স্কয়ার সেন্টার, ৪৮-মহাখালী,
ঢাকা

৭। ব্যবস্থাপক (বিপণন)
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ
দুগ্ধ ভবন, ১৩৯-১৪৯, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা

৮। চীফ-অপারেটিং অফিসার
ইউনাইটেড সুগার মিলস লিঃ,
মেঘনা ঘাট, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

৯। সভাপতি
বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন
২৪/এ, বিজয় নগর, স্কাইলার্ক পয়েন্ট ( ফ্লোর-১০), ঢাকা

১০। সভাপতি
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেইফ ফুড,
রুম নং-৩০২, বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্স কাউন্সিল,
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ

১১। জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
প্রধান কার্যালয়, চিনি শিল্প ভবন, ৩-দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা।

১২। চীফ কেমিস্ট
বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
প্রধান কার্যালয়, চিনি শিল্প ভবন,
৩-দিলকুশা বা/এ, ঢাকা

**সদস্য-সচিব**

১৩। ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা (চিনি ও খাদ্য)
এনপিও, ঢাকা

**উক্ত উপদেষ্টা কমিটির বিবেচ্য বিষয়সমূহ (টার্মস অব রেফারেন্স) নিম্নরূপ :**

(ক) জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত চিনি ও খাদ্য শিল্প খাতের উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত যাবতীয় পরামর্শ ও সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটিকে সহায়তা প্রদান করা।

(খ) ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর কার্যাবলির তত্ত্বাবধান, দিক নির্দেশনা ও সমন্বয় সাধনে কার্যনির্বাহী কমিটিকে সহায়তা করা।

(গ) জাতীয় অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য যে কোনো বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটিকে পরামর্শ দেয়া।

(ঘ) বিবিধ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**নিলুফার জেসমিন খান**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়**
**ক্রীড়া-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ১২ মাঘ ১৪২৭/২৬ জানুয়ারি ২০২১

**নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.০১০.২০১৬-৪৯**—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ এর ২২ ধারা অনুযায়ী মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আলহাজ্ব জহিরুল ইসলাম ভূইয়া মোহন-কে বাংলাদেশ থ্রোবল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার**
সহকারী সচিব।